প্রশ্ন-১। পরিমাপ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০১, '০৩, '০৪,
অথবা, মেজারমেন্ট বইয়ের গুরুত্ব কী? [বাকা
অথবা, পরিমাপ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা লেখ। [বাকা
অথবা, মেজারমেন্ট বইয়ের গুরুত্ব লেখ। [বাকা
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.২ দ্রষ্টব্য। [বাকাশিবো-২০০৩,

প্রশ্ন-২। একটি পরিমাপ বইয়ের নমুনা ছক দেখাও। [বাকা
অথবা, একটি পরিমাপ বইয়ের নমুনা ছক অঙ্কন কর। [বাকা
অথবা, বৈদ্যুতিক এস্টিমেট প্রণয়নের জন্য পরিমাপ বহি (MB)-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। [বাকা
অথবা, পরিমাপ বই-এর নমুনা ছক অঙ্কন কর। [বাকা
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.১নং দ্রষ্টব্য। [বাকাশিবো-

প্রশ্ন-৩। MB লেখার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে লেখ।

উত্তর MB লেখার নিয়ম-

(১) আইটেমভিত্তিক পরিমাপ : কোনো প্রকল্পের কাজের মধ্যে অনেকগুলো আইটেম থাকে। সে জন্য প্র
পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপখাতের আইটেমভিত্তিক মোট পরিমাপ উল্লেখ করে একটি সামারি শিট তৈ

(২) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিমাপ গ্রহণ : যিনি পরিমাপ বই লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাকে অবশ্যই উ
সঠিকভাবে পরিমাপ গ্রহণ করে সাথে সাথে তা MB তে লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরিমাপ অন্য কাগজে
MB-তে লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(৩) MB তে সকল কলম কালিতে পূরণ : পরিমাপ বইয়ের সমস্ত লেখা অবশ্যই কালিতে লিখতে হবে। ভু
কারণে পেন্সিল ব্যবহার করা হলে, উক্ত পেন্সিলের লেখা পুনরায় কালিতে লেখা যাবে না।

(৪) পরিমাপ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর : যিনি MB লিপিবদ্ধ করবেন তিনি কাজের পরিমাপগুলো "Content or Ar
কালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি "আমার দ্বারা পরিমাপকৃত" এই মর্মে সার্টিফাই, করে পদবী ও তা
স্বাক্ষর করবেন। যার নিকট দায়িত্ব প্রাপ্ত শুধু তিনিই যেমন- নির্বাহী প্রকৌশলী অথবা সহকারী প্রকৌ
নির্বাহী প্রকৌশলীর অধস্তন কর্মকর্তা পরিমাপ লিপিবদ্ধ করবেন।

(৫) পূর্ববর্তী পরিমাপের সূত্র ও সমাপ্তি তারিখ : কোনো কাজের পরিমাপ অনেকবার MB তে লিপিবদ্ধ করার
হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রথম পরিমাপের পর পরবর্তী পরিমাপের সময় পূর্ববর্তী পরিমাপের সূত্র অবশ্যই উল্লে
হয়। যদি কাজটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় অথবা আইটেমভিত্তিক শেষ হয় তবে ঐ কাজ পরিমাপের কালে শে
তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ আইটেমসমূহ : সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আইটেমসমূহ এবং যে সকল কাজ পরবর্তীতে পুনরায় দে
সম্ভব নয় যেমন- আর্থিং আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল, ইনডোর, সাব-স্টেশনের ফাউন্ডেশন ইত্যাদি আইটেমের
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী নিজে লিপিবদ্ধ করবেন। অন্যান্য আইটেমের পরিমাপ নির্বাহী কর্মকর্তার অধস্তন
কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী লিপিবদ্ধ করবেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী
লিপিবদ্ধকৃত 50% কাজের পরিমাপ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পরীক্ষামূলকভাবে চেক করে দেখবেন এবং সমস্ত
ভুল ত্রান্তি সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(৭) ভুলত্রুটি সংশোধন : MB তে লিপিবদ্ধ করার সময় যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে এটি কাটাকাটি না করে ভুল
একটান দিয়ে কেটে সেখানে স্বাক্ষর করতে হবে। ভুল অংশ ফ্লুইড দিয়ে মুছা যাবে না।

(৮) কোনো ফাঁকা জায়গা রাখা : MB তে কাজ লিপিবদ্ধ করার সময় কোনো ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না। কে
কারণে যদি কোনো পৃষ্ঠা বা কিছু অংশ ফাঁকা থেকে যায় আড়াআড়ি দাগ দিয়ে বাতিল করতে হবে এবং
বাতিলকে সত্যায়িত করতে হবে।

(৯) পরিমাপ বাতিল বা অনুমোদন : MB তে লিপিবদ্ধকৃত কোনো পরিমাপ বাতিল করতে হলে এর কারণ উল্লেখপূ
তারিখসহ স্বাক্ষর দিতে হবে।

প্রশ্ন-১০। পরিমাপ বইয়ে লিপিবদ্ধকৃত পরিমাপের সংক্ষিপ্তাসার লেখার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ নং দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-১১। বৈদ্যুতিক কাজে শ্রমহার হিসাব করার পদ্ধতিগুলো কী কী? [বাকাশিবো-
অথবা, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-

উত্তর মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি সাধারণত দুই ধরনের। যথা–

(১) শ্রমঘণ্টা পদ্ধতি (Man Hour Method)

(২) ডলার পদ্ধতি (Dollar Method)।

(১) শ্রমঘণ্টা পদ্ধতি (Man Hour Method) : যে পদ্ধতিতে কতজন শ্রমিক কত সময়ে কাজ করে সেই হিসেবে মজুরি নির্ধারণ করা হয় তাকে ম্যান আওয়ার পদ্ধতি বলে। কত জন শ্রমিক, কত ঘণ্টা কাজ করে সেই হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

নিচে শ্রমঘণ্টা পদ্ধতিতে শ্রমব্যয় হিসাবের একটি নমুনা ছক দেখানো হলো–

ক্রমিক নং	শ্রমিকের প্রকারভেদ	শ্রমিকের সংখ্যা	কর্ম দিবস	প্রতিদিনের মজুরি হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	মন্ত
(১)	ইলেকট্রিশিয়ান	1	5	500.00	2500.00	
(২)	ওয়্যারম্যান গ্রেড–1	1	5	450.00	2250.00	
(৩)	ওয়্যারম্যান গ্রেড–2	1	5	400.00	200.00	
(৪)	হেলপার	2	5	350.00	350.00	
(৫)	সাধারণ শ্রমিক	2	3	300.00	1800.00	
				মোট =	**12050.00**	

(২) ডলার পদ্ধতি (Dollar Method) : যে পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের টুকরা টুকরা হিসাব করে মজুরি নির্ধারণ করা হয় তা ডলার পদ্ধতি বলে। এ ক্ষেত্রে সময় কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। একজন শ্রমিক যতটুকু কাজ করবে ততটুকুর মজুরি পা বর্তমান এই পদ্ধতিই সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পয়েন্ট মেথড এবং রানিং মিটার পদ্ধতির সমন্বয়ে ডলার মেথড হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের ট্রেড ও গ্রেডের উল্লে থাকে না। এমনকি সময়ও উল্লেখ থাকে না। প্রতিটি লোড বা পয়েন্টের জন্য একটি রেট থাকে। আবার প্রতি রানি মিটারের শ্রমহার বিবেচনা করে মোট লাইন বসানোর চার্জ বা ব্যয় হিসাব করা হয়।

▸ নিচে ডলার পদ্ধতির একটি নমুনা ছক লিপিবদ্ধ করা হলো–

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	একক	রেট/একক	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
(১)	ল্যাম্প হোল্ডার	প্রতি পয়েন্ট	30.00	10 টি	300.00	
(২)	2-পিন সকেট	প্রতি পয়েন্ট	30.00	10 টি	300.00	
(৩)	3-পিন সকেট	প্রতিটি	60.00	5 টি	300.00	
(৪)	চ্যানেল বসানো	প্রতি মিটার	50.00	100 মিটার	5000.00	
(৫)	ওয়্যারিং করা	প্রতি মিটার	50.00	100 মিটার	5000.00	
(৬)	সিলিং ফ্যান লাগানো	প্রতিটি	150.00	4 টি	600.00	
				মোট –	**11,500**	

প্রশ্ন-১২। মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগের মধ্যে পার্থক্য কী? [বাকাশিবো–২০০৫, '০৮, '১২, '১৩, ১৩R]

উত্তর মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগের মধ্যে পার্থক্য–

▸ **মূল্য তালিকা :** কোনো কাজের প্রাক্কলন করার সময় মূল্য হিসাব করার জন্য পণ্য সামগ্রির প্রস্তুতকারক ও পাইকারি বিক্রেতাগণ তাদের প্রস্তুতকৃত সাজ-সরঞ্জাম ও মালামালের মূল্য তালিকা আকারে প্রকাশ করে থাকেন তাকে মূল তালিকা বলে।

▸ **ক্যাটালগ :** উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বর্তমান বাজার মূল্য ও পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তাকে ক্যাটালগ বলে।

প্রশ্ন-১৩। প্রাক্কলনের জন্য মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসীলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো-২০০৮, '০৯]

উত্তর বৈদ্যুতিক এস্টিমেট করতে কয়েক রকমের ফরম এর প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে price sheet একটি। কোনো প্রকল্পের মালামালের বিবরণসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিমাণ এবং মূল্য ছাড়া হিসাব করলে কী পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হবে তা জানা যায় না। তাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ ও এর মূল্য এবং শ্রমের মূল্য তালিকায় উল্লেখ থাকে। এর সাহায্যে এস্টিমেট নিরীক্ষা করলে কোনো দ্রব্যাদির পরিমাণ বা এর দাম বাদ পড়েছে কিনা তা সহজেই ধরা পড়ে। সুতরাং এস্টিমেট সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে মূল্য তালিকার প্রয়োজন রয়েছে।

এস্টিমেটিং শ্রম ব্যয় সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য শ্রমহার তফসিলের খুবই প্রয়োজন। লেবারের সংখ্যা অনুযায়ী মোট কত টাকা খরচ পড়বে তা উল্লেখ না থাকলে এস্টিমেটিং খরচ সঠিক হবে না। তাছাড়া শ্রমের মূল্য জানা না থাকলে লেবার সংগ্রহে দর কষাকষি করতে হবে। তাতে লেবার বা শ্রম সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটবে, সময়ের অপচয় হবে এবং এমনকি শ্রম মূল্য বেশি পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে সঠিক সময়ে এস্টিমেটিং এর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। যদি শ্রম মূল্য জানা থাকে তাহলে সময় অপচয় কম হবে এবং শ্রম বাবদ খরচ বেশি পড়বে না। সুতরাং বৈদ্যুতিক এস্টিমেটিং এ শ্রমহার তফসিলের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং একনজরে প্রাক্কলন কাজে মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিলের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ-

(১) ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
(২) সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয় হয়।
(৩) দ্রব্য সামগ্রির দর কষাকষির ঝামেলা এড়ানো যায়।
(৪) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
(৫) শ্রমিক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিরোধ কমে যায়।
(৬) প্রাক্কলন কাজ সহজতর উপায়ে দ্রুততার সাথে ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়।
(৭) শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেয়া নিয়েও কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

প্রশ্ন-১৪। সামগ্রির মূল্য তালিকার ছকের নমুনা দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৯]

উত্তর সামগ্রির মূল্য তালিকার ছকটি নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	সামগ্রির পূর্ণ বিবরণ	পরিমাণ		হার		মোট টাকা	মন্তব্য
		একক	মোট	টাকা	পয়সা		

প্রশ্ন-১৫। বৈদ্যুতিক কাজে শ্রমহার নির্ণয়ের জন্য কী কী দিক বিবেচনা করা হয়? [বাকাশিবো-২০০৫]
অথবা, শ্রমহার তফসিল কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে? [বাকাশিবো-২০০৩]

উত্তর শ্রমহার নির্ধারণে প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

(১) বৈদ্যুতিক কাজের ধরন,
(২) কাজের অবস্থা,
(৩) শ্রমবাজার।

প্রশ্ন-১৬। মূল্য তালিকা বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো-২০০৩]

উত্তর ইলেকট্রিক্যাল এস্টিমেট করতে কয়েক রকমের ফরম (Form) ব্যবহৃত হয় Price Sheet তার মধ্যে অন্যতম। পণ্য সামগ্রীর প্রস্তুতকারীগণ এবং পাইকারি বিক্রেতাগণ তাদের পণ্যসমূহের মূল্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে প্রকাশ করে থাকেন। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত এ তালিকাকে মূল্য তালিকা বলে।

কোনো কোনো সময় কাজের সুবিধার্থে বিশেষ মূল্য তালিকাও প্রস্তুত করে থাকে। এ তালিকায় সংখ্যাভিত্তিক প্রতি একক বা প্রতি দশক বা প্রতি শতকের নিট মূল্য ধারা হয়ে থাকে। আবার প্রয়োজনে দৈর্ঘ্যভিত্তিক বা ওজন ভিত্তিকভাবে প্রতিমিটার বা প্রতি কেজির নিট মূল্য ধরা হয়ে থাকে।

CamScanner

প্রশ্ন-২১। মূল্য তালিকার একটি নমুনা ছক দেখাও।
অথবা, সামগ্রীর মূল্য তালিকা ছকের নমুনা দেখাও। [বাকাশিবো-২০০৯]

উত্তর সামগ্রীর মূল্য নিচে বর্ণিত ছক অনুযায়ী নিরূপণ করা যায়-

ক্র.নং	সামগ্রীর পূর্ণ বিবরণ	পরিমাণ		হার			মোট টাকা		মন্তব্য
		মোট	একক	টাকা	পয়সা	একক	টাকা	পয়সা	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

প্রশ্ন-২২। মূল্য তালিকার সুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর মূল্য তালিকায় সুবিধা-

(১) হিসাব-নিকাশে জটিলতা কমে যায়।

(২) ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

(৩) কোনো সামগ্রীর পরিমাণ বা এর দাম বাদ পড়েছে কিনা তা সহজে ধরা যায়।

প্রশ্ন-২৩। শ্রমহার তফসিলের সুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ অনুচ্ছেদের সুবিধা অংশ দেখ।

প্রশ্ন-২৪। শ্রম-ঘণ্টা পদ্ধতি অনুসরণ করে কীভাবে শ্রম-ব্যয় নির্ণয় করা যায়?

উত্তর শ্রম-ঘণ্টা সারণি (Table/Chart) হতে মোট শ্রম নির্ণয় করে শ্রমহার সারণি হতে মজুরি হার ব্যবহার করে মোট শ্রম ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

শ্রম-ঘণ্টা সারণিতে একটি বৈদ্যুতিক আউটলেট স্থাপন করে কত সময় লাগতে পারে তা উল্লেখ থাকে। মনে করা যাক, একটি ওয়ান ওয়ে সুইচ বসাতে হবে। সারণিতে এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ আছে 0.25 ঘণ্টা। শ্রমহার সারণিতে প্রতি ঘণ্টা অথবা প্রতি দিনের জন্য মজুরির হার দেয়া থাকে। এতে একজন দক্ষ শ্রমিকের প্রতিদিনের মজুরি 100.00 টাকা দেয়া আছে।

সুতরাং সুইচটি লাগাতে মোট খরচ = সময় × মজুরির হার

$$= 0.25 \text{ ঘণ্টা} \times \frac{100 \text{ টাকা}}{8 \text{ ঘণ্টা}}$$

$$= 3.125 \text{ টাকা}$$

একটি সকেট আউটলেট এর জন্য সময় 0.55 ঘণ্টা দেয়া থাকলে, উপরোক্ত নিয়মানুসারে এর শ্রম ব্যয় নির্ণয় করা যায়। অতএব প্রতিটি বৈদ্যুতিক দফার সময় সারণি হতে প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে সর্বমোট সময় নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্ন-২৫। সামগ্রির মূল্য বিবেচনা পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে শ্রমহার নির্ণয় করা হয়?

উত্তর সামগ্রী এবং সাজ-সরঞ্জাম এর মোট মূল্য হিসাব করে এর 15%, 20% অথবা 25% হিসাবে শ্রম ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

প্রশ্ন-২৬। রানিং মিটার পদ্ধতিতে কীভাবে শ্রমব্যয় নির্ণয় করা যায়?

উত্তর এ পদ্ধতিতে কাজের মোট রানিং মিটার হিসাব করে হার সারণিতে উল্লেখিত হার হতে মোট শ্রম ব্যয় নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্ন-২৭। মূল্য তালিকা তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-২৮। শ্রমহার তফসিল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-২৯। শ্রমহার তফসিলের একটি নমুনা দেখাও।

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.২ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-৩০। তালিকাভুক্ত মূল্য তালিকা বা দরের সুবিধাবলি বর্ণনা কর।

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-৩১। ডলার পদ্ধতিতে কীভবে মজুরি নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-৩২। শ্রম-ঘণ্টা পদ্ধতি অনুসারে শ্রমহার কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? [বাকাশিবো-২০০৭]

উত্তর অনুচ্ছেদ ২.১ এর শ্রম ঘণ্টা পদ্ধতি দেখ।

CamScanner

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। পরিমাপ বই লিপিবদ্ধ করার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
অথবা, একটি পরিমাপ বইয়ের নমুনা ছক অঙ্কন কর এবং তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৫,
অথবা, MB লেখার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর। [বাকাশি
অথবা, একটি পরিমাপ বইয়ের নমুনা ছক দেখাও।
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

২। MB বলতে কী বোঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশি
অথবা, পরিমাপক বইতে কী কী বিষয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন? [বাকাশি
অথবা, পরিমাপ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [বাকাশি
অথবা, MB-এর তাৎপর্য লেখ। [বাকাশি
অথবা, পরিমাপ বইয়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৪
অথবা, এম.বি.-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২০০৩
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.১ ও ২.২ দ্রষ্টব্য।

৩। পরিমাপ বই সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, পরিমাপ বইতে কী কী বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়? [বাকাশি
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

৪। মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিলের ছকসহ বর্ণনা কর। [বাকাশি
অথবা, মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [বাকাশি
অথবা, মূল্য তালিকা বলতে কী বোঝায়? প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
অথবা, প্রাক্কলন কাজে মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিল-এর উপযোগীতা বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-
অথবা, মূল্য তালিকা বলতে কী বোঝায়? মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিল-এর উপযোগীতা বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫। মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিল কীভাবে প্রস্তুত করা হয়?
অথবা, মূল্য তালিকা ও শ্রমহার তফসিলের ছকসহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো-২
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রমহার তফসিল কী? এর নমুনা ছক ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৬ নং দ্রষ্টব্য।

৭। মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের নমুনা ছকসহ ব্যাখ্যা দাও।
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৮। শ্রমহার হিসাব করার পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা দাও।
অথবা, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতিগুলোর উল্লেখ কর। [বাকাশিবো-
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৭ নং দ্রষ্টব্য।

৯। পরিমাপ বই লেখার পাতার নমুনা দেখাও।
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। ক্যাটালগ হতে পণ্যসমগ্রী বিবরণ চিহ্নিতকরণের ছক বর্ণনা কর।
উত্তর অনুচ্ছেদ ২.৪ নং দ্রষ্টব্য।

CamScanner